NOV 1 0 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...১.....

NOV. 2 0 2000

নকল কি রুধিবেন

যেন পরীক্ষা নহে, নকল করিতে কে কতটা পারদর্শী উহারই প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। বসিয়াছে নকলের মেলা। বলা যাইতে পারে, ডিগ্রি পরীক্ষার নামে শুরু হইয়াছে নকলের উৎসব। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই যেন নকলের প্রতিযোগিতায় শামিল। কেন্দ্রগুলিতে গণটোকাটুকিতে আত্মীয়স্বজন, অভিভাবক, বন্ধুবান্ধব এবং ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষক-কর্মচারীদেরও কেহ কেহ এই হীন কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করিতেছেন। ইহাতে কাহারও বিবেকে গ্লানি জাগিতেছে না, লজ্জাবোধ হইতেছে না। পরীক্ষায় নকল একটি ধিকৃত কাজ অথচ যাহারা জোট বাঁধিয়া পরীক্ষার্থীদের এহেন কাজে সাহায্য করিতেছে তাহাদের কেহ কোনও আত্মপীড়ন অনুভব করিতেছে না। বরং ভাবগতিকে মনে হয়, পরীক্ষার্থীকে নকলে সাহায্য করিতে পারিয়া তাহারা আত্মশ্লাঘাই অনুভব করিতেছে।

প্রকৃত অর্থে নকলের এই চিত্র সাংবাৎসরিক। সমুদ্রে যেমন জোয়ার-ভাটা নিয়মিত ব্যাপার, তেমনই হইয়া থাকে এই ক্ষেত্রেও। পরীক্ষা আসিলেই নকলের জোয়ার শুরু হইবে– ইহাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম। তবে পার্থক্য হইল, সমুদ্রে জোয়ার যেমন আসে তেমনই পরিলক্ষিত হয় ভাটার টানও। কিন্তু আমাদের পরীক্ষাসমূহে এক বৎসরের নকলের জোয়ার আর এক বৎসরের রেকর্ডকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। ভাটার কোনও টান নাই। যুগান্তরের খবরে বলা হইয়াছে, প্রথম দিনের ইংরেজি পরীক্ষায় কয়েক হাজার নকলবাজ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। প্রকাশিত খবরে একাধিক কেন্দ্রের যে চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহাতে শিক্ষিত, সুশীল সমাজের মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া যাওয়ার মতোই। যাহারা দেশ ও দশের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন, আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনও পথ তাহাদের সামনে খোলা নাই। আমরাও উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, একটি সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত প্রজন্ম গড়িয়া তোলা ক্রমেই এক সুদূরপরাহত স্বপ্নে পরিণত হইতে যাইতেছে। ততধিক উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, এই যে অসাধুতা আর দুর্বৃত্তপরায়ণতার জোয়ার শুরু হইয়াছে উহার রূপকার বা অংশীদার শুধু পরীক্ষার্থীরাই নহে। বিভিন্ন সম্মানজনক পেশায় সংশ্লিষ্ট যেমন– শিক্ষকতা, ওকালতি বা অন্য কোনও দায়িত্বশীল পদে-পেশায় থাকিয়াও নকলবাজদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হইতেছে। নকল প্রতিরোধে যেইখানে এক সর্বাত্মক সামাজিক প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা দরকার সেইখানে এহেন দৃশ্য আমাদের হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে। আমরা নৈরাশ্যে বিশ্বাসী নই। দৃঢ়ভাবে আশা করি, এই হতাশা, অবক্ষয় স্থায়ী হইবে না। তবে ইহা করিতে সমাজকে যেমন সজাগ হইতে হইবে তেমনই কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে কিছু কঠোর পদক্ষেপ। দুঃখজনক ব্যাপার হইল, নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সকল পদক্ষেপ লইয়াছিল তাহার একটিও টেকসই হয় নাই। রাজনৈতিক কারণেই নকলপ্রবণ কেন্দ্রসমূহ পুনর্বহাল করা হইয়াছে বলিয়া পত্রপত্রিকায় ইতিমধ্যেই লেখালেখি হইয়াছে। ইহাও খুবই অশুভ প্রবণতা। শিক্ষাকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির সহিত গুলাইয়া ফেলা একেবারেই অনুচিত। যে সকল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রহিয়াছে উহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। উহা করা হইলে অন্যরাও সতর্ক হইবে। পরীক্ষার্থীদের বুঝিতে হইবে নকলবাজ হিসাবে হয়ত সার্টিফিকেট যোগান যাইবে কিন্তু শিক্ষিত হওয়া যাইবে না। ডিগ্রি পরীক্ষায় নকলের যে উৎসব শুরু হইয়াছে তাহা সকলের জন্যই খুবই লজ্জাজনক। এই লজ্জার দায় কাহারও পক্ষে এড়াইবার অবকাশ নাই। না পরীক্ষার্থী, না শিক্ষক, না সরকার– কেহই এই দায় এড়াইতে পারিবে না। প্রত্যাশা রহিল, অতীতের মতো নকলবাজদের পক্ষে আর কোনও সাফাই গাওয়া হইবে না। বরং শিক্ষামন্ত্রী এমন দিকনির্দেশনা উপস্থিত করিবেন যাহাতে প্রকৃত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষার্থী হিসাবে হলে প্রবেশ করিবে। ইহার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হইল, লেখাপড়ার সুপরিবেশ নিশ্চিত করা। আমরা চাই যে কোনও পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের উৎসব হউক, কোনওক্রমেই নকলবাজদের নহে।